***SECTION A: READING***

## ***‘বাবুরের মহত্ত্ব’***

-কালিদাস রায়

‘ বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে;

জান না কি ভাই? ধন্য হলাম আজিকে তোমারে পেয়ে

আজী হতে মোর শরীর রক্ষী হও;

প্রাণ-রক্ষকই হইলে আমার, প্রাণের ঘাতক নও।’

(১) ‘বড়ই কঠিন জীবন দেয়া যে জীবন নেয়ার চেয়ে’—কেন? ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : ‘বড়ই কঠিন জীবন দেয়া যে জীবন নেয়ার চেয়ে’—এ কথার অর্থ হলো—প্রাণ হরণ করা যতটা সহজ, মানুষকে প্রাণ দান করা ঠিক ততটাই কঠিন কর্ম।

কালিদাস রায়ের ‘বাবুরের মহত্ত্ব’ কবিতার তরুণ রণবীর চৌহান সম্রাট বাবুরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে দিল্লির রাজপথে ঘুরছিল। সে সময় সে দেখতে পায় যে বাবুর নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে মত্ত হাতির কবল থেকে রাজপথে পড়ে থাকা একটি মেথর শিশুকে উদ্ধার করেন। রাজপুত যুবক বাবুরের মহত্ত্বে অবাক হয়। সে বাবুরের পায়ে পড়ে অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি প্রার্থনা করলে বাবুর তাকে ক্ষমা করে উপর্যুক্ত মন্তব্যটি করেন। এ কথার অর্থ হলো একজনের  অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যেতে পারে,কিন্তু জীবন দান একমাত্র ক্ষমাশীলতার মাধ্যমেই হতে পারে—যেটা অত্যন্ত কঠিন।

---

‘করি শুন্ডের ঘর্ষন দেহে সহি

পথের শিশুরে কুড়ায়ে বক্ষে বহি

ফিরিয়া আসিল বীর।

চারি পাশে তার জমিল লোকের ভিড়।

বলিয়া উঠিল এক জন আরে এ যে এক জন মেথরের ছেলে,

এহার জন্য বে-আকুফ তুমি তাজা প্রাণ দিতে গেলে?'

(২) বাবুরকে 'বে-আকুফ' বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : বাবুর না জেনে একটি মেথর শিশুকে উদ্ধার করেছেন বলে তাঁকে 'বে-আকুফ' বলা হয়েছে।

কালিদাস রায় রচিত 'বাবুরের মহত্ত্ব' কবিতায় মোগল সম্রাট বাবুর রাজ্য বিজয়ের পর প্রজাসাধারণের হৃদয় জয়ে মনোযোগী হলেন। একদিন তিনি যখন দিল্লির পথে-প্রান্তরে ঘুরছিলেন, সে সময় হঠাৎ একটি মত্ত হাতি রাজপথে ছুটে আসে। সে সময় বাবুর নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে মত্ত হাতির কবল থেকে রাজপথে পড়ে থাকা একটি মেথর শিশুকে উদ্ধার করেন। সামান্য এক মেথর শিশুকে উদ্ধারের জন্য নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করেছেন বলে জনতার মধ্যে একজন তাঁকে 'বে-আকুফ' বলে অভিহিত করেছে।

---